আজকের কাগজ 106 তারিখ 3 0 NOV 1993. পৃষ্ঠা 8 কলাম 9

৪৮

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার চিন্তা বাদ দিচ্ছেন সরকার?

বিনোদ দাশগুপ্ত

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের আসল মনোভাব নিয়ে নতুন করে সংশয় দেখা দিয়েছে। এই কর্মসূচী তারা কৌশলে বাদই দিতে চাচ্ছেন কি-না কে জানে। তবে তা চাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এ যাবত এদেশের বহু সরকারই বেশ দৃঢ়তার সাথে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করার প্রয়োজনীয়তা ও আগ্রহ বারে বারে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু ঐ ঘোষণা বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ঘটা করে প্রচারিত হওয়া ছাড়া অন্য কোন কাজের কাজ হয়নি।

এদিকে আজ প্রায় এক দেড় দশক ধরেই দু'হাজার সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ইত্যাদি নিশ্চিত করার কথা বলা হচ্ছে। অন্য সব বিষয় বাদ দিয়ে আমরা এখন কেবল সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উপরই আলোচনা কেন্দ্রীভূত করবো। ইতিমধ্যে বর্তমানে দেশের প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগও 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নের চিন্তা মাথায় রেখেই সম্ভবত এই বিষয়ের উপর সম্প্রতি দু'দিনের একটি সেমিনার আয়োজন করে। এ ব্যাপারে তারা সম্ভবতঃ আগামী দশ বছরের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার একটি লক্ষ্যও ঘোষণা করেছে।

বিএনপি সরকার বা আওয়ামী লীগের ঘোষিত লক্ষ্য বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু সে নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। প্রথমে আমরা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের সাম্প্রতিক কিছু সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করবো। কারণ এই সিদ্ধান্তগুলোর জন্যই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়েছে। দেশে নিরক্ষরতার হার এখনও ৭০ শতাংশ বা তারও বেশি কোন রকমে নিজের নাম সাক্ষর করতে পারা লোকদের নিয়েও সাক্ষর লোকের সংখ্যা এখন পর্যন্ত যেখানে ৩০ শতাংশের উপরে যায়নি সেখানে আর মাত্র ৭/৮ বছরে এ হার ৪০-৫০ শতাংশে উন্নীত করাও বাস্তবে অকল্পনীয় বলে মনে হয়। তাই এই হারকে প্রায় ১০০ (একশ) শতাংশে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা অনেকের কাছেই 'আকাশকুসম' বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। এর উপর স্বাধীনতা পরবর্তী ২০/২২ বছরের অগ্রগতিও এক্ষেত্রে একেবারে নৈরাশ্যব্যঞ্জক। আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য দিয়ে বলেছেন, আওয়ামী লীগের শাসনামলের পর শিক্ষা ব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রেই অবনতি ঘটেছে। উন্নতি ঘটেছে কেবল মাদ্রাসা শিক্ষার।

সে প্রসংগ না হয় বাদ দেয়া যাক। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হলো ২০০০ সাল নয়, আগামী ২০ বছরেও যদি সব স্কুল বয়সীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে হয় তার জন্য যে ব্যাপক ও বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নেয়া দরকার সেরূপ কোন প্রকৃষ্ট তৎপরতা সরকারের দিক থেকে আজো দেখা যাচ্ছে না। উল্লেখ করা দরকার যে, এখানে আমরা সবার জন্য শিক্ষা বলতে কেবল স্কুল বয়সীদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার কথাই ভাবছি- বয়স্ক ব্যাপক সংখ্যক নিরক্ষরদের সাক্ষর করা আরও অনেক কঠিন কাজ বলে সে বিষয় আপাততও বাদ দিচ্ছি।

কিন্তু বর্তমান স্কুল বয়সী ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বাড়ানোর বিষয়টিও সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের ফলে হুমকীর সম্মুখীন। সরকার না-কি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে নতুন করে কোন বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তারা সরকারিকরণ করবে না। অথচ নানা মহলের দাবীর [illegible] সরকারি কর্মকর্তারা এযুগে সরকারিকরণের

অভিনব! শিক্ষার উন্নত মান রক্ষাই না-কি তাদের লক্ষ্য। তারা বলছেন, অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, জাতীয়করণের ফলে শিক্ষার মান কমে যায়। হায়! বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের চাপে শিল্প ও অন্যান্য খাতের ন্যায় শিক্ষাঙ্গনেও বিরাষ্ট্রীয়করণের ঢেউ এসে গেছে। এর পরে কি জাতীয়করণের আওতায় বর্তমানে বিদ্যমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হবে? হতেও পারে!

এখন প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক। এগার কোটিরও বেশি জনসংখ্যা অধ্যুষিত এদেশে বর্তমানে সর্বমোট প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা না-কি ৫২৮২৩ (নিশ্চয় কাগজে-কলমে আছে বাস্তবে নেই সেগুলোসহ অর্থাৎ গড়ে প্রায় দুই হাজার থেকে সোয়া দুই হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি প্রাথমিক স্কুল। এর মধ্যে

সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোতেও কি স্থানীয় কমিটি গঠনের মাধ্যমে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করে শিক্ষকদেরকে অধিকতর দায়িত্বশীল করে তোলা যায় না? অবশ্যই যায় সরকার যদি আন্তরিক হন।

প্রকৃতপক্ষে নিজেদের (তথা জাতীয়) দায়িত্ব এড়াবার জন্য সরকার যে বেসরকারী স্কুলগুলোর শিক্ষার উচ্চ মানের প্রশংসা করছেন সেখানকার দরিদ্র শিক্ষকরা কি ভয়ানক দুর্দশায় আছেন সেটাও নিশ্চয় সরকারের অজানা নয়। এই বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকরা নিরুপায় হয়ে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছেন এবং চার দফা দাবী আদায়ের আন্দোলন তারা চালিয়ে যাচ্ছেন। বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক স্কুলগুলোকে জাতীয়করণের দাবিতো আছেই। কিন্তু জাতীয়করণের আওতায় না নেয়া পর্যন্ত এখানকার শিক্ষকরা ন্যূনতম মাসিক পনেরশ' (১৫০০) টাকা ভাতাসহ চার দফা

আমরা মনে করি বিভিন্ন সরকারের তরফে জনগণকে হতাশার সাগরে ডুবিয়ে দেয়ার (বড় বড় অবাস্তব আশা দিয়ে) প্রক্রিয়া আশু বন্ধ হওয়া উচিত। সোজা কথায় বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করে 'সবার জন্য শিক্ষা' 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' বা 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' ইত্যাদি কোন লক্ষ্যই পূরণ করতে পারবে না কোন সরকার। কিন্তু সরকার এ সত্যটি স্বীকার করবে না কখনও এবং এখানেই সব সমস্যার মূল নিহিত।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হলো ৩৭৭৫০টি আর বেসরকারি বিদ্যালয় হলো ১৫১১৫টি। বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলের মধ্যে আবার ৬২৮০টির রেজিস্ট্রেশনও নেই। অর্থাৎ এগুলো থেকেও প্রায় না থাকার শামিল।

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সরকার এই ১৫ হাজারের বেশি বেসরকারি প্রাথমিক স্কুলসহ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ প্রসংগে সরকার আরও মন্তব্য করেছে যে, স্বাধীনতার পর ৩৭০০০ প্রাথমিক স্কুল জাতীয়করণ করা তৎকালীন সরকারের ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। তাই সরকার এই ভুল (!) সিদ্ধান্ত এখন শোধরাবার ব্যবস্থা নেন কি-না কে জানে। তাদের আরও বক্তব্য হলো, সরকারি বেতন ও ভাতাপ্রাপ্ত শিক্ষকরা (সরকারি স্কুলের) সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন না। স্থানীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণে থাকলে না-কি এমন হয় না। [illegible]

দাবিতে ১৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর অফিসে স্মারকলিপি পেশ করেন। বলা বাহুল্য বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির তরফে এই স্মারকলিপি পেশ করা হয়। এসব দাবী আদায়ের লক্ষ্যে তাদের আরও কর্মসূচী রয়েছে যার শেষ পর্যায়ে আছে ঢাকা অবরোধ ও প্রধানমন্ত্রীর অফিস ঘেরাও ইত্যাদি।

বর্তমানে বেসরকারি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা ভাতা পান মাত্র মাসে ৫০০ টাকা। এযুগে একজন শিক্ষকের জন্য এমন অকিঞ্চিৎকর ভাতা সত্যি অবিশ্বাস্য ও হাস্যস্পদ। এমন কি এই শিক্ষকদের তরফে যে যে ১৫০০ টাকা ভাতার দাবী করা হয়েছে তাও বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অত্যন্ত সামান্য।

আজকাল অনেক পরিবারে গৃহ পরিচারিকাকেও দুই বেলা আহার, টিফিন এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি

দেয়ার [illegible] ৫০০ টাকা বা তারও বেশি [illegible] বেতন দিতে হয়। অফিসের পিয়নরাও আজকাল ন্যূনতম প্রায় দু'হাজার টাকা বেতন পায়। আর সরকার সেখানে বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদেরকে ১০০০ (এক হাজার) টাকা ভাতাও দিচ্ছেন না। উল্টো ৫০০ টাকা মাত্র ভাতা দিয়ে তাদের বিদ্রুপ করার জন্যেই যেন বলছেন যে এদের [illegible] না-কি লেখাপড়ার মান অনেক ভালো। তার [illegible] এই মহান শিক্ষকরা নিজেদের খাওয়া-দাওয়া বা পেটের জ্বালার কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়ে ছাত্রদেরকে কেবল উন্নতমানের লেখাপড়াই দান করছেন। যদি তা-ই হয় তবে এই আদর্শ শিক্ষকদেরকে তাদের দাবী অনুযায়ী ভাতা বাড়িয়ে দিচ্ছেন না কেন? সরকার এসব উল্টা-পাল্টা কথা বলে বরং দরিদ্র এই শিক্ষকদের মনের জ্বালা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

এদিকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে [illegible] বার হাজার শিক্ষকের পদ খালি। সরকারি প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা ১ লাখ ৫৩ হাজার ৮শ' ৮৭ জন আর সমগ্র দেশের প্রাথমিক স্কুলগুলোতে মোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা হচ্ছে ১ কোটি ৪০ লাখ এবং আর ১ কোটি ৭০ লাখ স্কুলে গমনোপযোগী ছাত্রছাত্রী না-কি স্কুলে যায় না। তাই স্কুলে পাঠরত ছেলেমেয়েদের চেয়ে এখনও স্কুলে না যাওয়ার ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বেশি। অর্থাৎ মোট স্কুল-বয়সী ছেলেদের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশই এখন পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই অবস্থায় এরা সকলের শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগ সৃষ্টির জন্য সরকারি প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বর্তমানের অন্তত দ্বিগুণ করা উচিত। কিন্তু তা না করে সরকার বরং বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে গৌণভাবে বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপ নিয়েছেন।

তাই বলছিলাম সরকার হয়তো বহুল ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করার কর্মসূচী বা চিন্তা থেকে ধীরে ধীরে সরে গেছেন বা যাচ্ছেন। আর এর রকম শিক্ষা নীতি গ্রহণ করে 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচীর লক্ষ্য অর্জন করা কখনও কারো (কোন সরকার) পক্ষেই সম্ভব নয়। জনগণও এখন আর 'সবার জন্য শিক্ষা' কিংবা 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' ইত্যাদি বড় বড় কর্মসূচির কথা বিশ্বাসও করে না, সেগুলোর দিকে কানও দেন না। তারা এগুলোকে বরং এক ধরনের সরকারি হেঁয়ালী বলেই ধরে নিতে চাইছেন-যা প্রতিটি সরকারকেই অনেকটা আবশ্যিক করণীয় কর্তব্য হিসেবে উচ্চারণ করতে [illegible] এভাবে জনগণকে হতাশার পথে ঠেলে দিয়ে [illegible] দেশের আরও বেশি ক্ষতি করছেন। জনগণের আকাঙ্ক্ষিত কল্যাণ না করতে পারার চেয়ে তাদেরকে হতাশার [illegible] ঠেলে দেয়া আরও বেশি বিপজ্জনক। কারণ জনশক্তিই যেকোন দেশের প্রধান শক্তি কিন্তু হতাশাগ্রস্ত জনগণ একেবারে শক্তিহীন এবং তারা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের জন্য বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা মনে করি বিভিন্ন সরকারের তরফে জনগণকে হতাশার সাগরে ডুবিয়ে দেয়ার (বড় বড় অবাস্তব আশা দিয়ে) প্রক্রিয়া আশু বন্ধ হওয়া উচিত। সোজা কথায় বাংলাদেশের বর্তমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করে 'সবার জন্য শিক্ষা' 'বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা' বা 'সবার জন্য স্বাস্থ্য' ইত্যাদি কোন লক্ষ্যই পূরণ করতে পারবে না কোন সরকার। কিন্তু সরকার এ সত্যটি স্বীকার করবে না কখনও এবং এখানেই সব সমস্যার মূল নিহিত।

বিনোদ দাশগুপ্ত ঃ প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক।